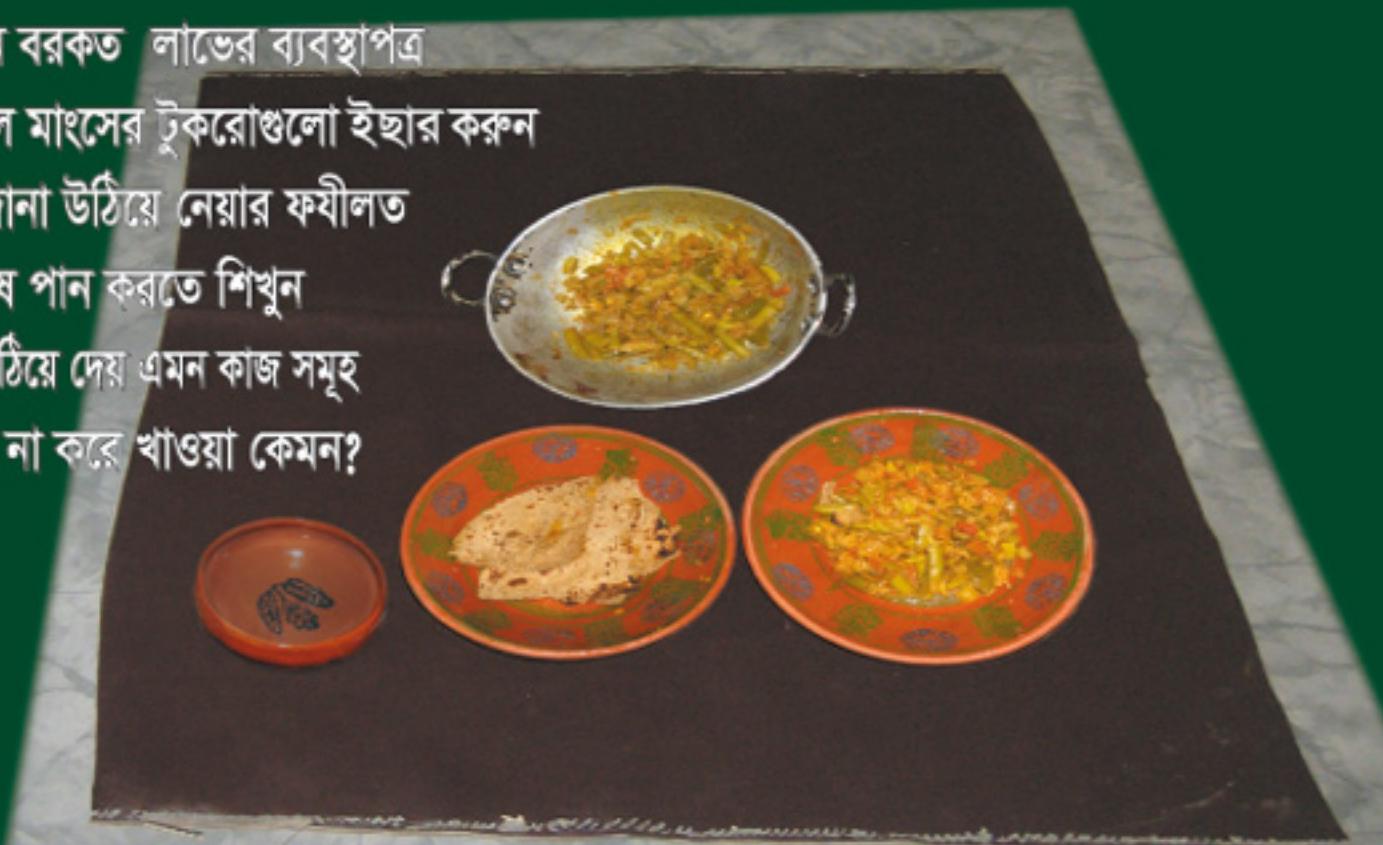




(BANGLA)
KHANA KA ISLAMI TAREKA

খাবারের ইসলামী পদ্ধতি

উপার্জনে বরকত লাভের ব্যবস্থাপত্র
ভাল ভাল মাংসের টুকরোগুলো ইছার করুন
পতিত দানা উঠিয়ে নেয়ার ফুটীলত
পানি চুষে পান করতে শিখুন
বরকত উঠিয়ে দেয় এমন কাজ সমূহ
জিঞ্জাসা না করে খাওয়া কেমন?



শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হ্যরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলায়াস আওয়ার কাদেরী রুফী

ڈاکٹر مولانا
دامت برکاتہم

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
কিতাব পাঠ করার দো'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন,
 যা কিছু পড়বেন স্বরণে থাকবে। দো'আটি হল,

**اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
 عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَلِيلَ الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ**

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাফিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা ﷺ:

কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিয়ী ও কানযুল উমাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাঁওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হ্যরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আন্তার কাদেরী রয়বী دامت بر كائتم الْعَالِيَّهُ উর্দু ভাষায় লিখেছেন। দাঁওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলগ্রন্তি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দাঁওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, bdmaktabatulmadina26@gmail.com

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়তে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পোঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উমাল)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۖ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۖ

খাবারের ইমলামী পদ্ধতি

দরদ শরীফের ফর্মাত

সুলতানে মদীনায়ে মুনাওয়ারা, সরদারে মকায়ে মুকার্রমা, ভুঁয়ুর পুরনূর পুরনূর ইরশাদ করেছেন: “হে লোকেরা! নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন ভয়াবহতা এবং হিসাব-নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়াতে তোমাদের মধ্যে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পাঠ করে থাকে।

(ফিরদৌসুল আখবার, ৫ম খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭২১০, দারুল কুতুবিল আরবী, বৈজ্ঞানিক)

صَلُوٰعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَوٰةٌ عَلَى مُحَمَّدٍ

খাওয়ার নিয়তে করে নিন

- (১) খাওয়ার উদ্দেশ্য যেন স্বাদ ও খাহেশ (মনবাসনা, রসনা) পূর্ণ করা না হয় বরং খাওয়ার সময় এ নিয়ত করে নিন: “আমি আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতের শক্তি অর্জনের জন্য খাচ্ছি।” মনে রাখবেন! খাবার খাওয়াতে ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়ত ঐ অবস্থায় শুল্ক হবে যখন ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার ইচ্ছা থাকে অন্যথায় শুরু থেকে মিথ্যা হবে, কারণ খুব পেট ভর্তি করে খাওয়াতে ইবাদতের জন্য শক্তি লাভের পরিবর্তে আরো অলসতা সৃষ্টি হয়। খাওয়ার মহান সুন্নাত হল যে, ক্ষুধা লাগা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তিআমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরজ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।” (কানযুল উমাল)

কারণ ক্ষুধা ছাড়া খাওয়াতে শক্তি অর্জন দূরের কথা বরং স্বাস্থ্য খারাপ ও অন্তর কঠিন হয়ে যায়। হ্যরত সায়িদুনা শায়খ আবু তালিব মক্কী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ بলেন: এক বর্ণনায় এসেছে: “পরিত্ত থাকাবস্থায় খাওয়া শ্বেতরোগের সৃষ্টি করে।

(কুতুল কুলুব, ২য় খন্দ, ৩২৬ পৃষ্ঠা, মারকায়ে আহলে সুন্নাত, বরকাতে রয়া, ভারত)

- (২) এমন দস্তরখানা বিছাবেন, যাতে কোন অক্ষর, শব্দ, ইবারত, কবিতা বা কোম্পানী ইত্যাদির নাম, বাংলা, ইংরেজী বা যেকোন ভাষায় লিখা যেন না থাকে।

উপার্জনে ব্যবহৃত লাভের ব্যবস্থাপনা

- (৩) খাওয়ার আগে ও পরে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া সুন্নাত। কুলি করে মুখের সামনের অংশও ধুয়ে নিন। তবে খাওয়ার পূর্বে ধোয়া হাত মুছবেন না। ছরকারে দো'আলম, নূরে মুজাস্সম ইরশাদ করেছেন: “খাওয়ার আগে ও পরে অযু করা (অর্থাৎ হাত মুখ ধৌত করা) রিযিকে প্রশংসন্তা (আনয়ন) করে এবং শয়তানকে দূর করে দেয়।

(কানযুল উমাল, ১৫তম খন্দ, ১০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৭৫৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

- (৪) যদি খাওয়ার জন্য কেউ মুখ না ধোয় তবে এটা বলা যাবে না, সে সুন্নাত বর্জন করেছে ইঁ! জুনুবী ব্যক্তি (অপবিত্র গোসলহীন) যদি মুখ ধৌত না করে, তবে মাকরহ হবে আর হায়েজ সম্পন্না মহিলা ধৌত করা ছাড়া খাওয়া মাকরহ নয়।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্দ, ২০ পৃষ্ঠা, মাকাতাবাতুল মদীনা, করাচী)

- (৫) খাওয়ার সময় বাম পা বিছিয়ে আর ডান হাটু দাঢ় করিয়ে রাখুন অথবা নিতম্বের উপর বসে যান এবং উভয় হাটু দাঢ় করিয়ে রাখুন কিংবা দু'জানু হয়ে বসুন। তিন প্রকার থেকে যেভাবেই বসবেন সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আরু ইয়ালা)

পর্দার উপর পর্দা ফরার অভ্যাস করুন

- (৬) ইসলামী ভাই হোক বা ইসলামী বোন সকলে চাদর কিংবা জামার আঁচল দিয়ে পর্দার উপর পর্দা অবশ্যই করবেন। অন্যথায় যদি কাপড় আট সাট (শরীরের সাথে লেগে থাকলে) হলে কিংবা জামার আঁচল উঠানো থাকলে পরিবারের লোকেরা ও অন্যান্যরা কু-দৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। যদি “পর্দার উপর পর্দা” করা সম্ভব না হয় তবে দু’জানু হয়ে বসুন।
- (৭) চারজানু হয়ে অর্থাৎ চেপ্টা হয়ে বসে খাওয়া সুন্নাত নয়। এতে পেট বের হয়ে যায়।
- (৮) প্রথম লোকমায় **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পূর্বে দ্বিতীয় লোকমার পূর্বে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পাঠ করুন।
(ইহুইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা, দারু ছাদের, বৈরুত)
- (৯) উচ্চ আওয়াজে পড়ুন, যাতে অন্যদেরও স্মরণ হয়ে যায়।
- (১০) শুরু করার সময় এ দো’আ পড়া হলে, যদি খাবারের মধ্যে বিষও থাকে, তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ!** প্রভাব ফেলতে পারবে না।
দো’আ নিম্নরূপ:

**بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْبِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ يَا حَمْيَ يَا قَيْوُمْ**

অনুবাদ: আল্লাহ্ তা’আলার নামে শুরু করছি যার নামের বরকতে যমীন ও আসমানের কোন বস্তু ক্ষতিসাধন করতে পারে না।
ওহে চিরজীবী ও চিরস্থায়ী। (কানয়ুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৭৯২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরজ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা‘আলা তার উপর দশটি রহমত নাফিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

(১১) যদি শুরুতে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পড়তে ভুলে যান তবে খাবারের মাঝে স্মরণ হলে এরূপ বলুন: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَخْرُجْ** **অনুবাদ:** আল্লাহ তা‘আলার নামে খাওয়ার শুরু ও শেষ।

খাওয়ার সময়ও আল্লাহর জিকির করতে থাকুন

(১২) যে কেউ খাওয়ার সময় প্রতিটি লোকমায় **يَا وَا جِدْ** পাঠ করবে এই খাবার তার পেটে নূর হবে ও রোগ দূর হবে। অথবা

(১৩) প্রতি লোকমার পূর্বে **بِسْمِ اللَّهِ** বা **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** বলতে থাকুন। যাতে খাওয়ার লোভ আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীন করে না দেয়, প্রতি দুই লোকমায় মাঝে **الْحَمْدُ لِلَّهِ** অথবা **بِسْمِ اللَّهِ يَا وَا جِدْ** অথবা **بِسْمِ اللَّهِ** দ্বারা, মধ্যবর্তী **يَا وَا جِدْ** আর গ্রাসের শেষে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসার জারী থাকবে। (যদি খাবারের মধ্যে কাঁচা পেয়াজ, কাঁচা রসুন, কাঁচা মূলা ইত্যাদি কোন দুর্গন্ধময় জিনিস অন্তর্ভৃত হয়, তবে আদবের চাহিদা হল এখন দুর্গন্ধময় মুখ থেকে আল্লাহর জিকির করবেন না। যদিও আল্লাহ জিকির করা জায়েয়।)

(১৪) মাটির বাসনে খাওয়া উত্তম। কেননা যে নিজের ঘরে মাটির বাসন (রাখে বা) তৈরী করায়, ফিরিশতা তার ঘরের জেয়ারত করতে আসে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৬৬ পৃষ্ঠা, দারুল মারেফা, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুন শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

(১৫) তরকারী বা চাটনীর পেয়ালা রুটির উপর রাখবেন না।

(রদুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৬২ পৃষ্ঠা)

(১৬) হাত কিংবা ছুরি রুটি দিয়ে মুছবেন না।

(আল ফতোয়াল বাযায়িয়্যাহ আলা হামিশিল ফতোয়াল হিন্দীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

(১৭) যমীনে দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়া সুন্নাত। হেলান দিয়ে, খালি মাথায় অথবা হাতে যমীনের উপর ভর দিয়ে, জুতা পরিধান করে, শুয়ে বা চার জানু অর্থাৎ চেপ্টা হয়ে বসে খাবেন না।

(১৮) রুটি যদি দস্তরখানায় এসে যায়, তবে তরকারীর অপেক্ষা না করে খাওয়া শুরু করে দিন।

(রদুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৬২ পৃষ্ঠা, দারুল মারেফা, বৈরুত)

(১৯) শুরু ও শেষে লবণ বা লবণ জাতীয় কিছু খাবেন। এতে ৭০টি রোগ দূরীভূত হয়। (প্রাণ্ডক)

(২০) রুটি এক হাতে ছিঁড়বেন না। কারণ এটা অহংকারীদের পদ্ধতি।

(২১) রুটি বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে ছিঁড়বেন। কেননা এটা সুন্নাত। ফতোওয়ায়ে রয়বীয়া ২১তম খন্ডের ৬৬৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: “বাম হাতে রুটি নিয়ে ডান হাতে ছিঁড়া অহংকারকে প্রতিরোধ করার জন্য।” হাত বাড়িয়ে তরকারীর পাত্রের মাঝখানে বা উপরে রেখে রুটি বা পাউরুটি ইত্যাদি ছেড়ার অভ্যাস গড়ুন। এতে রুটির ক্ষুদ্র অংশ তরকারীতে পড়বে। অন্যথায় দস্তরখানায় পড়ে নষ্ট হতে পারে।

(২২) ডান হাতে খাবেন। বাম হাতে খাওয়া, পান করা, লেনদেন করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরজে
পাক পড়, কেননা তোমাদের দরজ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

তিন আঙুল দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন

(২৩) তিন আঙুল অর্থাৎ মধ্যমা, শাহাদাত, বৃক্ষা আঙুল দ্বারা খাবার
খাবেন। কেননা এতে সুন্নাতে আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام অভ্যাস করার
জন্য যদি চান প্রাথমিক পর্যায়ে ডান হাতের অনামিকা আঙুলকে
বাঁকা করে তাতে রাবার ব্যান্ড লাগিয়ে নিন অথবা রুটির টুকরা
এ দুটো আঙুল দিয়ে হাতের তালুতে রেখে চেপে ধরুন কিংবা
উভয় কাজ একসাথে করুন। যখন অভ্যাস হয়ে যাবে তখন إ
شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ রাবার ইত্যাদির প্রয়োজন হবে না। হ্যরত সায়িয়দুনা
মোল্লা আলী কুরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: পাঁচ আঙুলে খাওয়া
লোভীদের আলামত। (মিরকাত, ৮ম খন্দ, ৯ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরত) যদি
ভাতের দানা পৃথক পৃথক হয়, আর তিন আঙুল দিয়ে লোকমা
বানানো সম্ভব না হয়, তবে চার কিংবা পাঁচ আঙুল দিয়ে খেতে
পারবে।

রুটির কিনারা ছিঁড়া

(২৪) রুটির কিনারা ছিঁড়ে ফেলে দেয়া এবং মধ্যের ভাগ খেয়ে নেয়া
মানে অপচয় করা। তবে যদি পার্শ্ব কাঁচা থেকে যায়। সেটা
খাওয়াতে ক্ষতি হলে তবে ছিঁড়তে পারেন। অনুরূপভাবে এটা
জানা আছে যে, রুটির কিনারা অন্যরা খেয়ে নিবে, নষ্ট হবে না,
তবে ছিঁড়তে ক্ষতি নেই। এ বিধান সেটার বিষয়ে প্রজোয্য যে,
রুটির যে অংশ ফোলা হয়েছে তা খেয়ে নেয়, আর অবশিষ্ট
অংশ বাদ দিয়ে দেয়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্দ, ২০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিনা আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ
পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাৰারানী)

দাঁতের কাজ ভূড়ি দিয়ে করাবেন না

- (২৫) লোকমা ছোট করে নিন ও এরূপ সর্তর্কতার সাথে নিন যেন
চাবানোতে আওয়াজের সৃষ্টি না হয়। আর ভালভাবে চিবিয়ে
খেতে হবে। যদি ভালভাবে চিবানো ছাড়া গিলে ফেলেন, তবে
হজম করার জন্য পাকস্থলীকে ভীষণ কষ্ট করতে হবে, নতুবা
বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হবে। সুতরাং দাঁতের কাজ ভূড়ি দিয়ে
করাবেন না।
- (২৬) যতক্ষণ পর্যন্ত কর্ণনালীর নিচে নেমে না যাবে ততক্ষণ দ্বিতীয়
গ্রাসের দিকে হাত বাড়ানো বা গ্রাস উঠিয়ে নেয়া খাওয়ার প্রতি
লোভের আলামত।
- (২৭) রঞ্চিকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাওয়া সীমাহীন দোষণীয় কাজ ও
বরকত শূন্যতার মাধ্যম। তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে খাওয়া মানে
শ্রীষ্টানন্দের অনুসরণ করা। (সুন্নী বেহেশতি জেওর, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)

খাবারের পূর্বে ফল খাওয়া উচিত

- (২৮) আমাদের দেশে ফলমূল খাওয়ার পরে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে।
অথচ ভুজাতুল ইসলাম হযরত সায়িদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী
رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি ফল থাকে তবে তা প্রথমে পেশ করা
উচিত, কারণ ডাঙারী মতে তা আগে খাওয়া অত্যধিক
উপকারী এটা তাড়াতাড়ি হজম হয়। তাই এটাকে পাকস্থলীর
নিম্নাংশে রাখা উচিত, আর কুরআনে পাক থেকেও ফল পূর্বে
থাকার ব্যাপারে জানা যায়। যেমন; ২৭ পারার সূরা ওয়াকিয়া
এর ২০ ও ২১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধিয়ায় দশবার দরদ
শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয় ঘাওয়ায়েদ)

وَفَا كِهٰةٌ مِّمَّا يَتَحَبَّرُونَ
وَلَحْمٌ طِيرٌ مِّمَّا يَسْتَهُونَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ফলমূল যা তারা পছন্দ করবে
এবং পক্ষীমাংস (থাকবে), যা তারা চাইবে।

(পারা- ২৭, সূরা- ওয়াকিয়া, আয়াত- ২০-২১)

আমার আকৃত আ'লা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রয়া
খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بর্ণনা করেন: খাওয়ার আগে তরমুজ খাওয়াতে
পেটকে ভালভাবে ধূয়ে দেয় তার রোগব্যাধি মূল থেকে নিঃশেষ করে
দেয়। (ফতোওয়ায়ে রফবীয়া, মে খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা) (তরমুজের সম্পূর্ণ চিলকা বা
কিনারা এবং গোলাকার হয় এটির সবুজ রং যত গাঢ় হবে ইন شاء الله عزوجل)
ভিতর থেকে লাল বর্ণের এবং মিষ্টতা বের হবে।) বলা হয়; তরমুজের
উপর হালকা ভাবে হাত মারলে মধ্যম ধরণের আওয়াজ আসা এটি
উত্তম এবং পাকা হওয়ার নির্দেশন।

খাবারের দোষ যের করবেন না

(২৯) খাবারের দোষক্রটি বের করবেন না। যেমন এরূপ বলবেন না
যে, মজা নেই, কাঁচা থেকে গেছে, লবণ কম হয়েছে, কাঁচা বা
পানসে ইত্যাদি ইত্যাদি। পছন্দ হলে খেয়ে নিন অন্যথায় হাত
গুটিয়ে নিন। হ্যাঁ, তবে রাধুনীকে মরিচ মসল্লা কম-বেশি
হওয়ার ব্যাপারে অবহিত করার উদ্দেশ্যে একাকীভাবে দিক
নির্দেশনা দেয়াতে অসুবিধা নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ফলের দোষ বের করা অধিক মন্দ কাজ

- (৩০) ফলের দোষ বের করা মানুষের রান্নাকৃত খাবারের তুলনায় অধিক মন্দ কাজ। কারণ খাবার রান্না করতে মানুষের অধিক হাত রয়েছে অপরদিকে ফলের ব্যাপারে এমনটা নয়।
- (৩১) খাবার বা তরকারী ইত্যাদির মাঝখান থেকে নিবেন না, কারণ মাঝখানে বরকত নাফিল হয়।
- (৩২) নিজের পার্শ্ব থেকে খাবেন, চতুর্দিকে হাত দিবেন না।
- (৩৩) যদি একটি থালায় বিভিন্ন ধরণের খাবার থাকে তবে অপরদিকে থেকেও নিতে পারবেন।

صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحَبِيبِ!

খাওয়ার সময় ভাল ভাল কথা বলুন

- (৩৪) খাওয়ার সময় ভাল মনে করে চুপ থাকাটা অগ্নিপূজারীদের নিদর্শন। তবে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে অহেতুক কথা-বার্তা বলা সব সময়েই অনুচিত। সুতরাং খাওয়ার সময় ভাল ভাল কথা বলতে থাকুন। এমনকি যখনই ঘরে মিলেমিশে বা মেহমান ইত্যাদির সাথে খেতে বসেন, তখন পানাহারের সুন্নাতগুলো বলতে থাকুন। সৌভাগ্যের বিষয় হবে! যদি খাবার খাওয়ার এসব মাদানী ফুলের ফটোকপি ফ্রেমে বাইডিং করে বা মোটা কাগজে লাগিয়ে খাওয়ার স্থানে ঝুলিয়ে দেয়া হয় এবং খাওয়ার সময় পাঠ করে শুনানো হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উমাল)

- (৩৫) খাওয়ার সময় এ ধরনের কথা-বার্তা বলবেন না, যার কারণে লোকদের ঘৃণা আসে, যেমন: ডায়রিয়া, আমাশয়, বমি ইত্যাদির আলোচনা করা।
- (৩৬) কারো খাবারের লোকমার দিকে বাঁকা দৃষ্টি দিবেন না।

ভাল ভাল মাংসের টুকরোগুলো ইচ্ছার করন

- (৩৭) খাবার থেকে ভাল ভাল মাংসের টুকরোগুলো বেছে নেয়া বা একত্রে খাওয়ার সময় এজন্য বড় বড় লোকমা দিয়ে তাড়াতাড়ি গিলে ফেলা যে, আবার যেন আমি পিছে পড়ে না যাই, অথবা নিজের দিকে বেশি পরিমাণ খাবার গুটিয়ে নেয়া মোটকথা যেন কোনভাবে অন্যকে বাধ্যতামূলক করা, যা দেখে অপরজন খারাপ ধারণার স্বীকার হয়। এগুলো অশালীনতা ও লোভীদের নির্দর্শন, ভাল বস্তুগুলো নিজের ইসলামী ভাই কিংবা পরিবারের লোকদের জন্য ইচ্ছার করার নিয়মতে পরিত্যাগ করলে ﴿إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ﴾!
- সাওয়াব পাবেন। যেমন; উভয় জগতের সুলতান, মাহরুবে রহমান, হৃষুর পুরনূর ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কোন বস্তুর আকাঙ্খী রাখে, আর তার এ আকাঙ্খাকে পরিত্যাগ করে নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়, তবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।”

(ইত্তিহাফুস সাদাতুল মুভাকীন, ৯ম খন্দ, ৭৭৯ পৃষ্ঠা, দারু কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

পতিত দানা উঠিয়ে নেয়ার ফয়েলত

- (৩৮) খাওয়ার সময় যদি কোন দানা বা লোকমা ইত্যাদি পড়ে যায় তবে তা উঠিয়ে মুছে খেয়ে নিন। কেননা তাতে মাগফিরাত লাভের সুসংবাদ রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরজ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।” (কানযুল উমাল)

(৩৯) হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: যে খাবারের পতিত অংশ উঠিয়ে খেয়ে নিবে, সে প্রাচুর্যের জীবন কাটাবে এবং তার সন্তান বংশধর স্বল্প বিবেক সম্পন্ন হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

(কানযুল উমাল, ১৫তম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা)

(৪০) ভজাতুল ইসলাম হযরত সায়িদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: রুটির টুকরা ও অংশগুলো উঠিয়ে নিন
নিন
প্রাচুর্য্যতা অর্জিত হবে। বাচ্চা সুস্থ, নিরাপদ ও ক্রটি মুক্ত হবে এবং ঐ টুকরোগুলো জান্নাতের হরের মোহরানা হবে। (ইহত্যাউল উলুম, ২য় খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)

(৪১) পতিত রুটির টুকরো উঠিয়ে চুমু দেয়া জায়িয়।

(৪২) দস্তরখানায় যে দানা ইত্যাদি পড়ে গেছে সেগুলো মুরগী, পাখী, গরু, ছাগল ইত্যাদিকে খাওয়ানো জায়িয়। অথবা এমন জায়গায় নিরাপদে রেখে দিন, যেন পিপড়া খেয়ে নেয়।

খাবারে ফুঁক দেয়া নিষেধ

(৪৩) খাবার ও চা ইত্যাদিকে ঠান্ডা করার জন্য ফুঁক মারবেন না, কারণ এতে বরকত শূন্যতা হয়। অধিক গরম খাবার খাবেন না। খাওয়ার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

(রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৮১৫)

(৪৪) খাওয়ার মাঝখানেও ডান হাতে পানি পান করুন। এমন যেন না হয় যে, হাত খাদ্য মিশ্রিত হওয়ার কারণে বাম হাতে প্লাস ধরে ডান হাতের আঙুল লাগিয়ে মনকে মানিয়ে নেয়া যে, ডান হাতে পান করছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো,
আল্লাহ তা’আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আব্দী)

পানি চুষে পান করতে শিখুন

- (৪৫) পানি হোক কিংবা যেকোন পানীয় সর্বদা **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** পাঠ
করে ছেট ছেট ঢোকে পান করা উচিত। কিন্তু চুষাতে যেন
আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। পানি হোক কিংবা পানীয় বড় বড় ঢোকে
পান করাতে কলিজার রোগের সৃষ্টি হয়। শেষে **اللّٰهُمَّ بِلَّغْ** বলুন।
আফসোস! চুষে চুষে পান করার সুন্নাতের উপর এখন সম্ভবত
খুব কম সংখ্যক আমল করে। দয়া করে এটার অনুশীলন করুন
এবং এ সুন্নাতকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। সগে মদীনার
عَنْ (লিখক) অভিজ্ঞতা মোতাবেক গ্লাসের পরিবর্তে মাটির
পেয়ালাতে পানি চুষে পান করা সহজ।
- (৪৬) যখন কিছুটা ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকে তখন খাওয়া থেকে উঠে যান।

স্বাদ শুধুমাত্র জিহ্বার গোড়া পর্যন্ত

- (৪৭) পেট ভরে খাওয়া সুন্নাত নয়। বেশি খেতে মন চাইলে তখন
নিজেকে এভাবে বুরান যে, শুধুমাত্র জিহ্বার শুরু থেকে শেষ
পর্যন্ত স্বাদ থাকে, কঠনালীতে পৌঁছাতেই স্বাদ শেষ হয়ে যায়।
তাই কিছু সময়ের মজার জন্য সুন্নাতের সাওয়াব ত্যাগ করা
বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এছাড়া বেশি খাওয়াতে শরীর ভারী হয়ে
যায়। ইবাদতে অলসতা আসে। পাকস্তলী খারাপ হয় এবং
অনেকের মেদ চলে আসে। কোষ্টকাঠিন্য, গ্যাষ্টিক, ব্লাড প্রেশার,
সুগার, প্যারালাইসিচ ও হৃদযন্ত্র ইত্যাদির রোগ হওয়ার আশংকা
বেড়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

(৪৮) খাবার শেষ করার পর প্রথমে মধ্যমা এরপর শাহাদাত আঙ্গুর এবং শেষে বৃক্ষাঙ্গুল তিনবার করে ঢাটুন। মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, হ্যুরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ খাবার খাওয়ার পর মোবারক আঙ্গুলগুলোকে তিনবার চেটে নিতেন। (আশ শামায়িলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিয়ী, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৩, দরু ইহুইয়াতুত তুরাছিল আরবী, বৈরুত)

বাসন চেটে নিন

(৪৯) বাসনও চেটে নিন। হাদীসে পাকে রয়েছে: “যে ব্যক্তি খাওয়ার পর বাসন চেটে নেয়, তখন ঐ বাসন তার জন্য দো‘আ করে ও বলে, আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে জাহানামের আগুন থেকে মুক্ত করুন। যেমনি ভাবে তুমি আমাকে শয়তান থেকে মুক্ত করেছ।” (কান্যুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৮২২) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, বাসন তার জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করে।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪৮ খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৭১, দারুল মারিফা, বৈরুত)

(৫০) যে বাসনে খেয়েছেন সেটা চেটে নেওয়ার পর ধূয়ে পান করুন إِنَّمَا عَرْجَلَ একজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব অর্জিত হবে। (ইহুইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)

ধূয়ে পান করার নিয়ম

(৫১) চাটা ও ধোয়া ঐ সময় বলা হবে, যখন খাদ্যের কোন অংশ ও ঝোলের কোন চিহ্ন ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকবে না। তাই অল্ল পানি নিয়ে বাসনের উপরের কিনারা থেকে নিচ পর্যন্ত চতুর্দিকে আঙ্গুল ইত্যাদি দিয়ে ভালভাবে ধূয়ে পান করা উচিত। দুই বা ততোধিক বার একুপ ধূয়ে পান করুন। তাহলে إِنَّمَا عَرْجَلَ বাসন খুবই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট
আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

(৫২) পান করার পর বাসন বা থালার মধ্যে রয়ে যাওয়া সামান্য
পরিমাণ অবশিষ্ট পানিও আঙুল দিয়ে জমা করে পান করে নেয়া
উচিত। এমন যেন না হয় যে, মসলার কোন ক্ষুদ্রাংশ কোথাও
আটকে থাকে, আর এতে বরকতও চলে যায়! কারণ হাদীসে
পাকে এটাও রয়েছে যে: “তোমরা জাননা যে, খাবারের কোন
অংশে বরকত রয়েছে।”

(সহীহ মুসলিম, ১১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৩৪, দারু ইবনে হাযম, বৈরত)

(৫৩) তরকারীর ঝোল মিশ্রিত ছোট পেয়ালা, চামচ, চা, লাচ্চি,
ফলের রস (**JUICES**) শরবত ও অন্যান্য পানিয় মিশ্রিত
পেয়ালা গ্লাস ও জগ ইত্যাদি ধূয়ে এভাবে পান করে নিন যে,
খাদ্যের কোন অংশ বা চিহ্ন যেন অবশিষ্ট না থাকে এবং এভাবে
প্রচুর বরকত কৃতিয়ে নিন।

(৫৪) গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিষ্কার পানিকে ব্যবহার উপযোগী
হওয়া সত্ত্বেও অহেতুক ফেলে দিয়ে নষ্ট করাটা অপচয়, আর
অপচয় করা হচ্ছে হারাম। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৫৬৭ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক টল,
মারকায়ুল আউলিয়া লাহোর) পান করার পর গ্লাস বা পেয়ালাকে রেখে
দিন। কিছুক্ষণ পর দেখবেন পানিয় এর কিছু ফোটা বাসনের
চারিদিক থেকে নেমে তলায় জমা হয়ে থাকবে এগুলোকে পান
করুন, নতুনা নষ্ট হতে পারে।

(৫৫) খাওয়ার শেষে **الحمد لله** বলুন। শুরু ও শেষে কুরআন ও হাদীসের
দো‘আ সমূহ স্মরণ থাকলে পাঠ করুন।

(৫৬) সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধূয়ে নিন। যাতে গন্ধ ও তৈলাক্ততা
দূর হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা'আদাতুদ দাঁরাইন)

খাওয়ার পর মাসেহ করা সুন্নাত

- (৫৭) হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে: (খাবার শেষ করার পর) মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, হ্যুর হাত ধৌত করলেন ও হাতের আদ্রতা দিয়ে মুখ ও হাতের কজি ও পবিত্র মাথা মসেহ করে নিলেন এবং নিজের প্রিয় সাহাবী রফি রضي الله تعالى عنه কে ইরশাদ করলেন: “ইকরাশ! যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করেছে। (যা আগুন দ্বারা রান্না করা হয়েছে) সেটা খাওয়ার পর এটা হচ্ছে অযু।” (সুনানে তিরমিয়ী, তৃয় খন্দ, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৫৫)
- (৫৮) খাবারের পর দাঁত খিলাল করুন।

অতীতের গুনাহ মাফ

- (৫৯) হ্যুর পুরনূর প্রেরণে ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি খাবার খেলো আর এ বাক্যগুলো বলল, তবে তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। দো'আর বাক্যগুলো নিম্নরূপ:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّبِّ الْعَظِيمِ هذَا وَرَنَقِنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِي وَلَا قُوَّةٌ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে খাবার খাইয়েছেন এবং আমাকে কোন প্রকারের যোগ্যতা ও শক্তি ছাড়া এই রিয়িক দান করেছেন। (সুনানে তিরমিয়ী, ৫ম খন্দ, ২৮৪ পৃষ্ঠা, দরুল ফিকির, বৈরুত)

- (৬০) খাওয়ার পর এ দো'আটিও পড়ুন:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّبِّ الْعَظِيمِ أَطْعَمْنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন ও মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।

(সুনানে আবু দাউদ, তৃয় খন্দ, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮৫০, দারু ইহুয়াত তুরাহিল আরবী, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরব
শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

(৬১) যদি কেউ মেহমানদারী করেন, তবে এই দো‘আটিও পাঠ
করুন:

أَللّٰهُمَّ أَطِعْمُ مَنْ أَطْعَنَتِي وَسُقِّ مَنْ سَقَانِي

অনুবাদ: হে আল্লাহ! তাকে খাওয়াও যে আমাকে খাইয়েছেন
ও তাকে পান করাও যে আমাকে পান করিয়েছেন।

(আল হিসনুল হাসিন, ৭১ পৃষ্ঠা, আল মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈজ্ঞানিক)

(৬২) খাওয়ার পর এ দো‘আটি পড়ুন:

أَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطِعْنَا خَيْرًا مِنْهُ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ খাবারে বরকত দান
করো এবং এটা থেকে উভয় খাবার আমাদেরকে খাওয়াও।

(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খত, ৪৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭৩০)

(৬৩) দুধ পান করার পর এ দো‘আ পড়ুন:

أَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দান করো
ও আমাদেরকে এর থেকে অধিক দান করো। (গ্রাণ্ড)

(৬৪) রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট হালুয়া, মধু, সিরকা,
খেজুর, তরমুজ, শশা (ক্ষীরা) কদু শরীফ খুবই পছন্দনীয় ছিল।

(৬৫) আল্লাহ তা‘আলার মাহরুব, ভুয়ুর এর
ছাগলের মধ্যে বাহু, ঘাড়, কোমরের মাংস পছন্দনীয়
ছিল।

(৬৬) ভুয়ুর কখনো কখনো খেজুর ও তরমুজ কিংবা
খেজুর ও শশা অথবা খেজুর ও রুটি একত্র করে খেতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্রাত)

- (৬৭) খুরচান ভূয়ুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট পছন্দনীয় ছিল।
- (৬৮) সারীদ অর্থাৎ তরকারীর বোলের মধ্যে ভিজানো রুটির টুকরা ভূয়ুর পুরণুর صَلَّى اللّٰহُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট খুবই পছন্দনীয় ছিল।
- (৬৯) এক আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া শয়তানের, দুই আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া অহংকারীর রীতি-নীতি। তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া সুন্নাতে আশ্বিয়া عَنْ يَمِّ الْصَّلْوَةِ السَّلَامِ।

কাইলুল খাবেন

- (৭০) ক্ষুধাকে তিন ভাগ করা উত্তম। এক ভাগ খাবার এক ভাগ পানি ও এক ভাগ বাতাস। যেমন তিনটি রুটি খাওয়াতে পরিত্পত্তি হয়ে গেলে তবে একটি রুটি খাবেন, একটি রুটির পরিমাণ পানিও অবশিষ্টকু বাতাসের জন্য খালি রেখে দিন। যদি পেট ভরেও খেয়ে নেন মুবাহ হবে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু কম খাওয়ার দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনেক বরকত রয়েছে। মারহাবা! পরীক্ষা করে দেখুন, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ পেট এমন সুস্থ হয়ে যাবে যে, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আল্লাহু তাওলা আমাদের সবাইকে “পেটের কুফ্লে মদীনা” নছীব করুন। অর্থাৎ হারাম থেকে বাঁচা ও হালাল খাবারও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাওয়া থেকে বেঁচে থাকা। أَمِينٌ بِجَاهِ التَّبِيِّنِ الْأَمِينِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

কাইলুল সুন্নাত

- (৭১) দুপুরের খাবারের পর কাইলুল সুন্নাত। দুপুরের সময় শোয়াকে কাইলুল বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরজ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

আর বিশেষ করে এটা রাতে ইবাদতকারীদের জন্য সুন্নাত যে, এতে রাতে ইবাদত করা সহজ হয়। সন্ধ্যায় খাওয়ার পর ১৫০ কদম হাঁটুন। সন্ধ্যায় খাবারের পর সাধারণত হাঁটা চলা করা উত্তম, আর ডাঙাদের অভিমত হচ্ছে সন্ধ্যায় খাওয়ার পর ১৫০ কদম হাঁটা উচিত।

(৭২) যেকোন জিনিস খাওয়া বা পান করার পর **اللّٰهُمَّ ابْشِّرْ** অবশ্যই বলুন।

(৭৩) দস্তরখানা উঠানোর পূর্বে উঠে যাবেন না।

(৭৪) খাওয়ার পর ভালভাবে সাবান দিয়ে হাত ধূয়ে মুছে নিন।

(৭৫) কাগজ দিয়ে হাত মোছা নিষেধ।

(৭৬) তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে পারেন, পরিহিত কাপড় দিয়ে হাত মুছবেন না। আমার আকৃতা আ'লা হ্যরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রয়া খান **রَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ** অভিজ্ঞ লোকদের বাণী নকল করে বলেন: দামান (বা আস্তিন) দ্বারা হাত মুখ মোছা স্মরণশক্তি দূর্বল করে দেয়। (ফতোওয়ায়ে রয়বীয়া, ১ম খন্ড, ১ম অংশ, ৩০১ পৃষ্ঠা, রয়া ফাউন্ডেশন) পরিধানের কাপড় বা ইমামা দ্বারা চর্বিযুক্ত বা দুর্গন্ধিময় হাত মোছা জায়েয় নয়, এভাবে ঐ পোষাক ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাবে এবং সম্পদকে নষ্ট করা জায়েয় নয়।

(প্রাণগত, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

বরকত উঠিয়ে দেয় এমন কাজ যমুহ

(৭৭) মুফ্তী মুহাম্মদ খলীল খান বারকাতী **রَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ** বলেন: যে বাসনে খাবার খেয়েছে, তাতে হাত ধোয়া অথবা হাত ধূয়ে জামা বা লুঙ্গির আঁচলে মুছে নেয়া (খাবার থেকে) বরতকে উঠিয়ে দেয়। (সুন্নী বেহেশতী জেওর, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরজ শরীফ
পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাফিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

- (৭৮) খাবার খাওয়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড ব্যায়াম করা বা অতিরিক্ত
ভারী বস্তি উত্তোলন করা, টেনে নেয়া ইত্যাদি কঠোর পরিশ্রমের
কাজ করাতে ভূংড়ি উঠে যাওয়া, এ্যাপেন্ডিক্স হওয়া বা পেট
বেড়ে যাওয়া রোগের সৃষ্টি হয়।
- (৭৯) খাওয়ার পর উঁচু আওয়াজে **اللّٰهُمَّ** এই সময় বলবেন যখন
সবাই খাবার শেষ করে নেয় অন্যথায় আস্তে বলুন। (রদ্দুল মুখতার,
৯ম খন্দ, ৫৬১ পৃষ্ঠা) খাবার খাওয়ার পর যদি একসাথে দো‘আ পড়ান,
তবে এই সময় পাঠ করাবেন যখন প্রত্যেক ব্যক্তি খাবার শেষ
করে ফেলেছে, না হলে যে খাবার খাচ্ছে সে লজ্জা পাবে।

কার্যো গাছের ফল খাওয়া যেমন?

- (৮০) কোন বাগানে গেলেন সেখানে ফল পড়ে আছে, তাহলে যতক্ষণ
পর্যন্ত বাগানের মালিকের অনুমতি পাওয়া যাবে না ততক্ষণ ফল
খেতে পারবেন না। আর অনুমতি দু’ধরণের হতে পারে।
প্রকাশ্যতাবে অনুমতি যেমন- মালিক বলে দিলেন যে, পড়ে
থাকা ফলগুলো খেতে পারবে অথবা দলিলগত অনুমতি অর্থাৎ
এই স্থানে এমন প্রচলন রয়েছে যে, বাগানের মালিক পড়ে থাকা
ফলগুলো খাওয়ার ব্যাপারে মানুষকে নিষেধ করে না। গাছ
থেকে ফল ছিঁড়ে খাওয়ার অনুমতি নেই তবে যখন প্রচুর ফল
থাকে, আর জানা থাকে যে, ছিঁড়ে খাওয়াতে মালিক কিছু মনে
করবেন না, তখনও ছিঁড়ে খাওয়া যেতে পারে। তবে কোন
অবস্থায় এটা অনুমতি নেই যে, সেখান থেকে ফল নিয়ে আসা
যাবে। (আলমগিরী, ৫ম খন্দ, ৩২৯ পৃষ্ঠা, কোয়েটা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরজে
পাক পড়, কেননা তোমাদের দরজ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

এসব অবস্থায় প্রচলন ও অভ্যাসের খেয়াল রাখতে হবে, আর
যদি প্রচলন ও অভ্যাস না থাকে অথবা জানা থাকে যে, মালিক
কিছু মনে করবে, তাহলে পড়ে থাকা ফলও খাওয়া বৈধ হবে না।

জিজ্ঞাসা না করে খাওয়া ক্ষেমন?

- (৮১) বন্ধুর ঘরে গিয়ে কোন কিছু রান্নাকৃত পেয়ে নিজে নিয়ে খেয়ে
নিল অথবা তার বাগানে গিয়ে ফল ছিঁড়ে খেয়ে নিল। যদি জানা
থাকে যে, সে কিছু মনে করবে না, তবে খাওয়া জায়িয় কিন্তু
এখানে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক
সময় এমনও হয় যে, ও মনে করল যে, সে কিছু মনে করবে
না, অথচ সে কিছু মনে করে বসল। (আলমগিরী, ৫ষ খন্দ, ২৩৩৯ পৃষ্ঠা)
- (৮২) জবাইকৃত (পশু-পাখির) হারাম ‘মাজ্জা’ খাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং
রান্না করার সময় ঘাড়, সীনা, কিংবা পাজরের হাড়যুক্ত মাংস ও
মেরুণ্দন্ডের হাড়ের মাংসকে ভালভাবে দেখে হারাম মজ্জা
আলাদা করে নিন।
- (৮৩) মুরগীর হারাম মাজ্জা চিকন হয়ে থাকে, তাই সেটা বের করতে
অসুবিধা হয়, সুতরাং যদি রান্না করাতে থেকে যায়, তাহলে
কোন সমস্যা নেই। তবে খাবেন না। অনুরূপভাবে মুরগীর
ঘাড়ের পাটা ও কালো রেখা বিশিষ্ট রক্তের রগও খাবেন না।
- (৮৪) জবাইকৃত জন্তুর “গোটা” খাওয়া মাকরুহে তাহরিমী। সুতরাং
রান্না করার পূর্বেই তা ফেলে দিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

মুরগীর হৃৎপিণ্ড

(৮৫) মুরগীর হৃৎপিণ্ড ফেলে দেয়াটা উচিত নয়। এটাকে লম্বার মধ্যে কেটে বা যেভাবে সম্ভব হয় সেভাবে কেটে তা থেকে রক্ত ভালভাবে পরিষ্কার করার পর রান্না করুন।

যান্নাকৃত রক্তের রগগুলো খাবেন না

(৮৬) জবাইকৃত জঙ্গের মাংসের ভিতর যে রক্ত থেকে যায় তা পরিত্র কিন্তু এই রক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং মাংসে এই অংশ যেটাতে মাংসের এই অংশ যেখানে রক্ত থেকে যায়, এগুলো ভালভাবে দেখে নিন। যেমন- মুরগীর ঘাড়, ডানা ও পা ইত্যাদির ভিতর থেকে কালো রেখাগুলো বের করে নিন কারণ এগুলো রক্তের রগ। রক্ত রান্না হওয়ার পর কালো হয়ে যায়।

“বিসমিল্লাহ করো” বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

(৮৭) একজন খাবার খাচ্ছে আর অন্য জন এলো, তখন প্রথম জন তাকে বলল: ‘এসো খাবার খাও’ অপর জন বলল: ‘বিসমিল্লাহ করো!’ এরকম বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় দো‘আ মূলক শব্দ বলা উচিত। যেমন বলুন: আল্লাহু তা‘আলা বরকত দিন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্দ, ২২ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী)

পঁচে যাওয়া মাংস খাওয়া হারাম

(৮৮) মাংস পঁচে গেলে তা খাওয়া হারাম। অনুরূপভাবে যেসব খাবার খারাপ হয়ে যায় তাও খাওয়া উচিত নয়। খারাপ হওয়ার লক্ষণ হলো এই যে, তাতে গাদ (সাদা আবরণ) দূর্গন্ধ বা টক গন্ধ সৃষ্টি হওয়া, যদি ঝোল থাকে তবে তাতে ফেনা এসে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিয়ী ও কানযুল উমাল)

ডাল, খিচুড়ী ও টক মিশ্রিত তরকারী তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

সম্পূর্ণ কাঁচা মরিচ

(৮৯) খাবারের মধ্যে রান্নাকৃত সম্পূর্ণ কাঁচা বা লাল মরিচ খাওয়ার সময় ফেলে দেয়ার পরিবর্তে সম্ভব হলে পূর্বেই খুঁজে নিয়ে আলাদা করে নিন এবং পিষে পুনরায় কাজে লাগান। এভাবে রান্নাকৃত গরম মসলাও যদি ব্যবহার উপযোগী থাকে তবে নষ্ট করবেন না।

অতিরিক্ত ঝুঁটিগুলো কি করবেন?

(৯০) অতিরিক্ত ঝুঁটি ও ঝোল ইত্যাদি ফেলে দেয়া অপচয়। মুরগী, ছাগল বা গরু ইত্যাদিকে খাওয়াবেন। কয়েক দিনের থেকে যাওয়া ঝুঁটিগুলো টুকরো করে ঝোল দিয়ে রান্না করে নিন إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ উৎকৃষ্ট খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে।

কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছ খাওয়া কেমন?

(৯১) মাছ ছাড়া সমুদ্রের সকল প্রাণী খাওয়া হারাম। যে মাছ শিকার করা ছাড়া নিজেই মরে পানিতে ভেসে উঠে তাও হারাম। কাঁকড়া খাওয়াও হারাম। চিংড়ি মাছের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। খাওয়া জারিয় তবে না খাওয়া উত্তম।

(৯২) ফড়িং মরে গেলেও তা খাওয়া হালাল। ফড়িং ও মাছ দু'টোই জবাই করা ছাড়াও হালাল।

صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحَبِيبِ!

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ النَّبِيِّنَ اَنَّا بَعْدَ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ وَبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সুন্নাতের বাহার

كُورআন ও সুন্নাত

প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনেতিক সংগঠন দা'ওয়াতে

ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্ডামাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

إِنَّ شَأْنَةَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।”

إِنَّ شَأْنَةَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্ডামাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায়

সফর করতে হবে।

إِنَّ شَأْنَةَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ



মাদানী চানেল
দেখতে থাকুন



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, ঢাট্টাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net